বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫

মেয়র পদপ্রার্থী

মির্জা আব্বাস-এর নির্বাচনী

ইশতেহার

নিরাপদ ঢাকা চাই ■ পরিচ্ছন্ন ঢাকা চাই

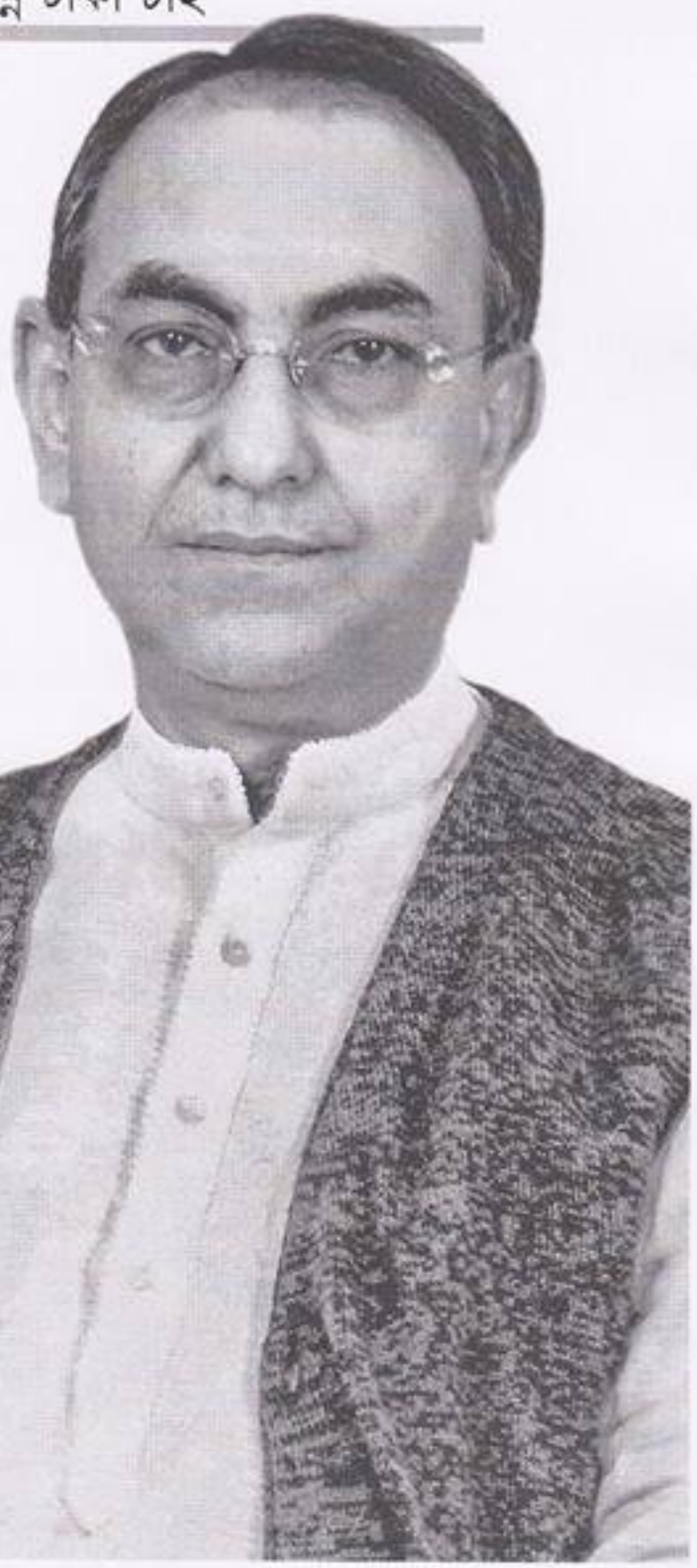

আদর্শ ঢাকা
আন্দোলন

প্রিয় নগরবাসী

আজ এমন এক সময় আপনাদের সামনে আমার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি যখন রাষ্ট্র ও সমাজ চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নাগরিক সেবা প্রদানে অব্যবস্থাপনা, নাগরিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নিজস্ব সংস্কৃতির জায়গায় বিজাতীয় অপসংস্কৃতি চর্চা আমাদের নাগরিক ও নগর জীবনকে ক্রমেই দুর্বিষহ করে তুলছে। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহরের পাশাপাশি আমাদের ললাটে যোগ হয়েছে বসবাসের অনুপযোগী শহরের দুর্নামও। বিশ্বায়নের এই সময়ে এধরনের দুর্নাম এ শহরের মানুষকে লজ্জাজনক মানসিক পীড়ায় ফেলে দিচ্ছে। একদিকে যেমন নাগরিক সেবা প্রদানে অব্যবস্থাপনা আমাদের নগর জীবনকে কষ্টদায়ক করে তুলছে, অন্যদিকে নাগরিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আমাদের তরুণ সমাজের মাঝে অশ্লীলতা ও মাদকাসক্তির মতো অপরাধ প্রবণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর ঢাকার ৪০০ বছরের ঐতিহ্যকে ম্লান করে বিজাতীয় সংস্কৃতি চর্চার ফলে আমরা হারাচ্ছি স্বকীয়তা।

প্রিয় নগরবাসী,

আমি মনে করি, আদর্শ শহর হচ্ছে সেই শহর যেখানে নাগরিক সেবা হবে বিশ্বমানের, সামাজিক, পারিবারিক ও নাগরিক মূল্যবোধের চর্চা হবে সুদৃঢ় এবং চর্চা হবে নিজস্ব ঐতিহ্যে।

তাই প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, নাগরিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ ও বিশ্বায়ন উপযোগী বাসযোগ্য ঢাকা গড়ার প্রত্যয়ে আমি আমার নির্বাচনী ইশতেহার উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

নাগরিক সেবা

- ঢাকাবাসীর ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সমন্বয়ে সবার জন্য বাসযোগ্য মহানগর গড়ে তোলা।
- গণমাধ্যমের সংবাদ থেকে জানা যায় যে, সিটি কর্পোরেশনের অনির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসকগণ ঢাকা শহরের হোল্ডিং ট্যাক্স ১২% হতে বৃদ্ধি করে ২৭% এ নির্ধারণ করেছে। আমি-এর তীব্র নিন্দা জানাই। নির্বাচিত হলে ভবিষ্যতে ঢাকাবাসীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা হবে।
- কর্পোরেশনের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় অন-লাইন দ্রুত জবাবদিহিতামূলক অভিযোগ কেন্দ্র চালু করা এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হবে।
- ঢাকা ওয়াসার সাথে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্কার, সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন। একইসাথে নগরবাসীর জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- দৃষ্টিনন্দন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সড়কবাতি স্থাপন ও নগরীর অন্ধকার দূরীভূতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

- নগরীর মতিঝিলে ও নগরভবনের সামনে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের মতো 'ডিজিটাল শেয়ার ডিসপ্লে' বোর্ড স্থাপন।
- কেন্দ্রীভূত নাগরিক সেবা কার্যক্রম ওয়ার্ড পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ।
- বাজারের পরিকল্পিত আধুনিকায়ন, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ।
- কবরস্থান ও শ্মশানের উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- জনগণের প্রয়োজন মাফিক কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা।
- ওয়ার্ডভিত্তিক ব্যায়ামাগার আধুনিকায়ন। যে সকল ওয়ার্ডে ব্যায়ামাগার নেই সেখানে নতুন ব্যায়ামাগার স্থাপন।
- চাহিদার ভিত্তিতে ওয়ার্ডভিত্তিক আধুনিক শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্র (ডে কেয়ার সেন্টার) স্থাপন ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা।
- শহরের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রান্তিক কৃষক ও জনসাধারণের সুবিধার্থে নগরীর বিভিন্ন স্থানে 'কৃষক মার্কেট' স্থাপন।

নাগরিক বিনোদন

- বুড়িগঙ্গা দূষণমুক্ত করা এবং নদী তীরে ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং একে ঘিরে বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- সিটি কর্পোরেশনের অধীন বিদ্যমান বিনোদন কেন্দ্রগুলোর আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন সাধন।
- বর্তমান শিশু পার্কের সম্প্রসারণ ও আধুনিক নতুন নতুন রাইড স্থাপন এবং শিশুদের খেলার মাঠের সংখ্যা বাড়ানো।
- পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর এতিহ্য ও স্থাপত্যশৈলী অক্ষুণ্ন রেখে সংস্কার এবং আধুনিক পর্যটন সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ।
- উন্মুক্ত উদ্যানগুলোর আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন।
- ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন নাগরিক উৎসব আয়োজন।
- ওয়ার্ডভিত্তিক ক্ষুদ্র পরিসরে বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন।
- ক্রিকেট ও ফুটবলসহ অন্যান্য খেলাধুলার মান উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং আন্তঃওয়ার্ড বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজন।
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারকে কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরের পর এখানকার ঐতিহ্য অম্লান রেখে ঢাকাবাসীর জন্য আন্তর্জাতিক মানের একটি বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলা।

যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

- ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাটের সংস্কার ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

- রাস্তা পারাপারে প্রতিটি ফুটওভার ব্রীজে পর্যায়ক্রমে এসকেলেটর (চলন্ত সিঁড়ি) স্থাপন এবং সার্বক্ষণিক প্রহরাসহ নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থাকরণ।
- নগরীর বাস সার্ভিসগুলোর মান উন্নয়ন করা।
- প্রতিটি সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সড়ক পার্শ্বে অত্যাধুনিক যাত্রী বিশ্রামাগার ও বাস-বে নির্মাণ।
- নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রাস্তা পারাপারের জন্য পর্যাপ্ত ফুটওভার ব্রীজ ও আন্ডারপাস নির্মাণ।
- যেসকল এলাকায় রাস্তায় ফুটপাত নেই সেখানে ফুটপাত তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিদ্যমান ফুটপাত প্রশস্তকরণ।
- ঢাকাগামী যাত্রীদের নিরাপদ গন্তব্যে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে নিরাপদ সিটি পরিবহন ব্যবস্থা চালুকরণ।
- ওয়ার্ডভিত্তিক যানজট নিরসনের জন্য প্রশিক্ষিত কমিউনিটি পুলিশ প্রদান।
- ফুটপাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- জেব্রা ক্রসিং চিহ্নিতকরণ এবং যেসকল রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং নেই সেখানে নতুন করে জেব্রা ক্রসিং চিহ্নিতকরণ।
- হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যমান পার্কিং-এর ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক এলাকায় বহুতল পার্কিং প্লেস স্থাপন।
- বর্ষা মৌসুমে রাস্তাঘাটের খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ নিশ্চিতকরণ।
- ফুটওভারব্রীজ ও ফ্লাইওভার-এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- মহিলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক বাস সার্ভিস চালু।
- এলাকা/রাস্তা নির্দেশক ডিজিটাল বোর্ড।
- সড়কদ্বীপের সৌন্দর্যবর্ধন।

স্বাস্থ্যসেবা

- পথচারী ও বাসযাত্রীদের জন্য নারী-পুরুষ সকলের ব্যবহার উপযোগী আধুনিক টয়লেট স্থাপন।
- প্রতিটি পার্কে একটি করে অত্যাধুনিক 'প্রাইমারি হেলথ চেক-আপ সেন্টার' স্থাপন।
- প্রতিটি বাজারে খাদ্যসামগ্রীকে বিষ ও ফরমালিন মুক্তকরণের কার্যকর উদ্যোগ ও পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন।
- সিটি হেলথ ডাটাবেজ গঠন ও সেবা প্রদান।
- সিটি কর্পোরেশনের নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ আধুনিকীকরণ।
- মশক নিধন ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিষেধক কর্মসূচি গ্রহণ।
- দেশের সম্ভাবনাময় যুব সমাজকে মাদকের অভিশাপ হতে রক্ষার লক্ষ্যে কার্যকর মাদক নির্মূল কর্মসূচি গ্রহণ।

- জনবহুল স্থানে বিদ্যমান রাসায়নিক কারখানাগুলোতে কোন পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত না করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর।

শিক্ষা খাত

- বিভিন্ন স্কুল ও কমিউনিটি সেন্টার নৈশকালীন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ওয়ার্ডভিত্তিক শতভাগ স্বাক্ষরতা কার্যক্রম চালু করা।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে বিভিন্ন কোর্স যেমন কম্পিউটার, ইংরেজি শিক্ষা ইত্যাদি চালু করা।
- এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা।
- স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ গমনাগমনের জন্য অত্যাধুনিক ও নিরাপদ স্কুল বাস সার্ভিস চালুকরণ।
- দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি এবং উচ্চ-শিক্ষা ঋণ কার্যক্রম চালু করা।
- কর্মজীবী মহিলা ও কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল তৈরি করা।
- স্বল্পশিক্ষিত ও দরিদ্র যুবকদের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যানবাহন মেরামত, কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল সার্ভিসিং ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।
- সিটি কর্পোরেশনের অধীন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের আধুনিকায়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- বাস্তবভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

পরিবেশ উন্নয়ন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- ধুলাবালি দূরীভূতকরণ এবং শব্দ দূষণ-বায়ু দূষণ প্রতিকারে কার্যকর আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিদ্যমান পার্কসমূহে এবং অব্যবহৃত ওপেন স্পেসে নিবিড় বনায়নের মাধ্যমে ঢাকাকে সবুজায়ন করা।
- নগরীর পশু জবাইখানাগুলো হাইজেনিক ও বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে আধুনিক 'স্লটার হাউজ' নির্মাণ।
- আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'স্যানিটারি ল্যান্ডফিল' গড়ে তোলা।
- পরিচ্ছন্ন ঢাকা গড়ার লক্ষ্যে রাত ১২টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে সকল আবর্জনা-বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বিশ্বের আধুনিক নগরীর মতো 'ডোর টু ডোর ওয়েস্ট কালেকশন' পদ্ধতিতে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ।
- ঢাকা শহরের বিদ্যমান খাল পুনঃখনন ও সংস্কার। খালের পাশে ওয়াকওয়ে এবং বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ।
- বর্জ্য থেকে সম্পদ আহরণের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মেডিক্যাল বর্জ্য এবং ইলেকট্রনিক বর্জ্য বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ।
- বিভিন্ন সড়কের নাগরিক সমস্যা সৃষ্টিকারী ডাস্টবিনগুলো করে গ্রহণযোগ্য স্থানে স্থাপন।

প্রযুক্তির ঢাকা

- নগরীর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সিটি কর্পোরেশনের সকল সেবা আধুনিকায়ন করা এবং সকল ধরনের ট্যাক্স অন-লাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- অন লাইনে নগরবাসীর সকল সনদপত্রের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।
- মোবাইল অপারেটর ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিল প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- সকল দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও অন্য বিজ্ঞপ্তিগুলো অনলাইনে প্রকাশ নিশ্চিতকরণ।
- সিনিয়র সিটিজেন হেল্প লাইন সার্ভিস চালু করা।
- পাবলিক প্লেসে ফ্রী ওয়াইফাই সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা বর্ধিতকরণ।
- জনসচেনতামূলক কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন।
- শিক্ষিত বেকার যুবকদের ফ্রি-ল্যান্সিং বা ই-ল্যান্সিং ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে অন-লাইনে ঘরে বসে আয়ের পথ সৃষ্টি করা।

সমাজসেবা

- সরকার ও মালিকদের সাথে আলোচনা করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল ও গার্মেন্টস অধ্যুষিত এলাকায় ডরমেটরি তৈরির ব্যবস্থা।
- উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানে প্রতিটি ওয়ার্ডে 'ওয়ানস্টপ সার্ভিস' চালু করা।
- নগরের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের লক্ষ্যে ওয়ার্ডভিত্তিক নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে নাগরিক কমিটি গঠন করা এবং নিয়মিত সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা। এই সভাগুলোয় সকলের সাথে শিশু-কিশোর, তরুণ ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অসহায়, আশ্রয়হীন পথশিশু ও মহিলাদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন।
- নগরবাসীর আবাসিক সমস্যা সমাধানে রাজউক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে যথার্থ কার্যক্রম গ্রহণ।
- নগরীর নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য মানসম্মত ও স্বল্প ভাড়ার আবাসন প্রকল্প গ্রহণ।
- বস্তিবাসীর জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
- সকল ধর্মের বিদ্যমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- বিদ্যমান প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র উন্নয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন কেন্দ্র স্থাপন।
- বিদ্যমান মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র উন্নয়ন ও নতুন কেন্দ্র স্থাপন।
- ঢাকা মহানগরীতে প্রয়োজনীতার নিরিখে 'প্রবীণ হিতৈষী' কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- ঢাকার কোর্টকাচারী সংলগ্ন এলাকায় বিচারপ্রার্থীদের জন্য অত্যাধুনিক অপেক্ষাগার স্থাপন।

জননিরাপত্তা

- পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সড়ক লেন সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা।
- জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশের সহায়তার ওয়ার্ডভিত্তিক 'অপরাধপ্রবণ' জায়গাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সকল ধরনের অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
- ওয়ার্ড/লেন/গলিভিত্তিক নৈশপ্রহরী ও কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করে জনজীবনের নিরাপত্তা বিধান।
- রাজউকের সাথে সমন্বয় করে নগরীর ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিতকরণ এবং পুনঃনির্মাণ/সংস্কার-এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- যে কোন জুলুমের শিকার নাগরিককে নৈতিক ও আইনগত সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

নগর পরিকল্পনা ও প্রশাসন

- পরিকল্পিত নগরী গড়ে তুলতে দেশ-বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নগর পরিকল্পনাবিদদের পরামর্শ গ্রহণ।
- নগরের সমস্যা চিহ্নিতকরণে এবং তা কার্যকর সমাধানে নগর পরিকল্পনাবিদদের কাজের পরিধি বাড়ানো এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ওয়ার্ডভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদের মতামত গ্রহণ।
- নগরের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী ১৮০ দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- নগর ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও সেবার মান উন্নয়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ।

প্রিয় নগরবাসী

ঢাকা আমাদের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার মমতামাখা মহানগরী। এই ঐতিহাসিক নগরীর সন্তান হিসাবে আমার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হচ্ছে- ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সমন্বয়ে সবার বাসযোগ্য বিশ্বায়নের উপযোগী করে ঢাকাকে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে আমার নিজস্ব চিন্তা-চেতনার, স্বপ্ন-ভাবনার ও প্রত্যাশার কাঠামোটুকুই শুধু তুলে ধরলাম। আপনাদের সহযোগিতা পেলে তা আরো বাস্তব, প্রায়োগিক ও নাগরিক বান্ধব করে তোলা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন
আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ